যুগান্তর

তারিখ ... 22 JUN 2016
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ১

সংসদে সালমা ইসলামের প্রশ্নের জবাবে স্বাস্থ্যমন্ত্রী

প্রয়োজনে প্রতি জেলায় মেডিকেল কলেজ করা হবে

সংসদ রিপোর্টার

স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম বলেছেন, দেশে আপাতত নতুন করে কোনো মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত সরকারের নেই। দেশে অনেক মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এ মুহূর্তে প্রতিটি জেলা সদরে সরকারি মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা সরকারের নেই। তবে ভবিষ্যতে প্রয়োজনীয়তা ও সক্ষমতার নিরিখে বিষয়টি বিবেচনা করা হবে। মঙ্গলবার জাতীয় সংসদে জাতীয় পার্টির সংসদ সদস্য অ্যাডভোকেট সালমা ইসলামের প্রশ্নের জবাবে তিনি একথা বলেন।

ওষুধ খাতের নৈরাজ্য প্রতিরোধ : হাবিবুর রহমানের প্রশ্নের জবাবে মোহাম্মদ নাসিম বলেন, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অ্যাকসেস টু ইনফরমেশন (এটুআই) প্রোগ্রামের সহায়তায় ওষুধ খাতের নৈরাজ্য-অনিয়ম প্রতিরোধে অনলাইন রিপোর্টিং প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু হয়েছে। শিগগিরই তা জনগণের ব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া হবে।

মন্ত্রী বলেন, প্রকল্পের আওতায় ওয়েব পোর্টাল ও মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন উন্নয়ন করা হচ্ছে। এর মাধ্যমে জনগণ ওষুধের বিরূপ প্রতিক্রিয়ার বিষয়ে রিপোর্ট করতে পারবেন, নির্ধারিত মূল্য যাচাই ও নকল বা কাউন্টারফিট ওষুধ সম্পর্কে স্বল্প সময়ে নিশ্চিত হতে পারবেন। ওষুধ নিয়ে যে কোনো অভিযোগ দ্রুত জানাতে পারবেন।

স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, সারা দেশে

■ পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ৪

প্রয়োজনে প্রতি জেলায়

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

হাসপাতালগুলোতে কোনো অনিয়ম পরিলক্ষিত হলে লাইসেন্স বাতিলসহ জেল-জরিমানার ব্যবস্থা আছে। অনুমোদনহীন হাসপাতাল ও রোগ নির্ণয় কেন্দ্র, রোগী হয়রানি, চিকিৎসার নামে ধোঁকা দিয়ে টাকা আদায়ের অভিযোগ পাওয়া গেলে তাৎক্ষণিক মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে ব্যবস্থা নেয়া হয়।

একেএম শাহজাহান কামালের প্রশ্নের জবাবে স্বাস্থ্যমন্ত্রী জানান, তামাক আইনে তামাক নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে বলা হয়েছে। এ আইনে তামাক ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়নি। তিনি জানান, তামাক ব্যবহারের প্রত্যক্ষ ফল হিসেবে প্রধান ৮টি রোগ হয়। এগুলো হল— হৃদরোগ, ফুসফুসের ক্যান্সার, মস্তিষ্কে স্ট্রোক, মুখের ক্যান্সার, শ্বাসনালী/ খাদ্যনালীর ক্যান্সার, ফুসফুসের বাধাজনিত রোগ, ফুসফুসের যক্ষ্মা ও বার্জারস ডিজিজ। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ২০০৪ সালের গবেষণা অনুযায়ী, এ ৮ রোগে দেশে প্রতিবছর ৫৭ হাজার মানুষ মারা যান এবং ৩ লাখ ৮২ হাজার মানুষ পঙ্গুত্ব বরণ করেন।

এম আবদুল লতিফের প্রশ্নের জবাবে স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে কর্মরত চিকিৎসকদের সুযোগ-সুবিধা বাড়ানোর মাধ্যমে সাধারণ মানুষের চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করতে সরকার পদক্ষেপ নিয়েছে। উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের চিকিৎসকদের সমস্যাগুলো চিহ্নিত করে দ্রুত সমাধান করার পরিকল্পনাও সরকারের রয়েছে। সেই আলোকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সসহ মফস্বলে বা গ্রামীণ পর্যায়ে যেসব চিকিৎসক কর্মস্থলে নিয়মিত উপস্থিত থাকবেন, তাদের উচ্চতর শিক্ষা, পদোন্নতি, পরবর্তী পদায়ন ইত্যাদি ক্ষেত্রে আলাদাভাবে সুবিধা প্রদানের বিষয়ে সরকারিভাবে উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

বিএনএর ইফতারে নাসিম : সুপ্রিমকোর্ট অডিটরিয়ামে মঙ্গলবার ১৪ দলীয় জোটের সম্মানে ৩১ দলীয় বাংলাদেশ জাতীয় জোটের (বিএনএ) আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। এতে যোগ দেন আওয়ামী লীগ প্রেসিডিয়াম সদস্য, ১৪ দলের মুখপাত্র ও স্বাস্থ্যমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম। তিনি বলেন, দেশের অগ্রযাত্রা ব্যাহত করতে বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার মদদে গুপ্তহত্যা চালানো হচ্ছে। নাসিম আরও বলেন, আমরা অবশ্যই আলোচনা চাই। এর অংশ হিসেবে বিএনএর সঙ্গে সংলাপ চলছে। কিন্তু জঙ্গি-খুনি জামায়াতের সহযোগী বিএনপির সঙ্গে কোনো আলোচনা হবে না। স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, ১৫-২১ জুলাই গুপ্তহত্যা, সন্ত্রাস ও নৈরাজ্যের বিরুদ্ধে গণপ্রতিরোধ সপ্তাহ কর্মসূচিতে পাড়া-মহল্লায় যাবেন ১৪ দল নেতারা। বিএনএর এলাকা ভাগ করে দেয়া হবে।

বিএনএ চেয়ারম্যান ব্যারিস্টার নাজমুল হুদার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে সাম্যবাদী দলের সাধারণ সম্পাদক দিলীপ বড়ুয়া, গণতন্ত্রী পার্টির সাধারণ সম্পাদক ডা. শাহাদাত হোসেন, বিএনএর কো-চেয়ারম্যান এম নাজিম উদ্দিন আল আজাদ, মহাসচিব ও বাংলাদেশ লেবার পার্টির চেয়ারম্যান সেকেন্দার আলী মনি, বাংলাদেশ ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক পার্টির চেয়ারম্যান শেখ মোস্তাফিজুর রহমান, দেশপ্রেমিক নাগরিক পার্টির চেয়ারম্যান আহসান উল্লাহ শামীম, বাংলাদেশ স্বাধীনতা পার্টির চেয়ারম্যান ডা. শাহ সম্রাট জুয়েল চিশতি, আমজনতা পার্টির চেয়ারম্যান অধ্যক্ষ বেনজির আহমেদ, তৃণমূল বিএনপির মহাসচিব অধ্যাপক মাওলানা আবেদ আলী প্রমুখ বক্তব্য দেন।

এর আগে স্বাস্থ্যমন্ত্রী ধানমণ্ডির ম্যারিয়ট কনভেনশন সেন্টার স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজের সাবেক ছাত্রলীগ কর্মীরা আয়োজিত গুপ্তহত্যা প্রতিরোধবিষয়ক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য দেন।